**১২তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৯**

**ভাষণ**

**মাননীয় প্রধানমন্ত্রী**

**শেখ হাসিনা**

**বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৯ চৈত্র, ১৪২৫, ২ এপ্রিল ২০১৯**

**বিসমিল্লাহর রাহমানির রাহিম**

**সম্মানিত সভাপতি,**

**সহকর্মীবৃন্দ,**

**অটিজম বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন শিশু-কিশোর ও ব্যক্তিগণ,**

**অভিভাবকবৃন্দ,**

**সুধিমন্ডলী।**

**আসসালামু আলাইকুম।**

**‘দ্বাদশ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস’ পালন উপলক্ষ্যে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই।**

**আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু’লাখ মা-বোনকে।**

**‘দ্বাদশ বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস’ পালন উপলক্ষ্যে দেশের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তি, তাদের পরিবার, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সেবা ও উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।**

**অটিজম সম্পর্কে সমাজের বেশির ভাগ মানুষ এখন কমবেশি ধারণা রাখেন। আমাদের সরকারের অব্যাহত প্রচারণার ফলে অটিজম বিষয়ে মানুষের মধ্যে ক্রমাগত সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে।**

**তবে সচেতনতা বাড়লেও এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের প্রতি আমাদের মানসিকতার খুব বেশি একটা পরিবর্তন হয়নি। সাধারণত এই নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই তারা বৈষম্য ও অবজ্ঞার শিকার হয়।**

**মা-বাবা বা অভিভাবকগণ এ ধরনের শিশুদের জনসম্মুখে নিয়ে আসতে সঙ্কোচ বোধ করেন। ফলে অটিস্টিক ব্যক্তিদের ঘরের কোণায় আবদ্ধ থাকতে হয়।**

**অথচ অটিজম বৈশিষ্টসম্পন্ন ব্যক্তিদের পারিবারিক, সামাজিক, শিক্ষা এবং কর্মজীবনসহ সকলক্ষেত্রেই তাদের বিশেষ চাহিদাকে ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করা দরকার।**

**আমি বিশ্বাস করি, সকলের সমন্বিত উদ্যোগ ও উপযোগী পরিবেশ অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করবে। তারা সমানভাবে সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারবে।**

সুধিমন্ডলী,

**জাতির পিতার নেতৃত্বে আমরা যে মহান স্বাধীনতা অর্জন করি সেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশের সকল জনগণের জন্য সমতা, মানবিক মর্যাদা, সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করার অঙ্গীকার রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য দিক নির্দেশনায় প্রণীত স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে যে কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শনের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে।**

**১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধুর সরকার সমাজকল্যাণ পরিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের ৪৭টি সাধারণ বিদ্যালয়ে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের সমন্বিত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়। সে সময়ের বাস্তবতায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মূলধারার বিদ্যালয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতে সমন্বিত শিক্ষা কার্যক্রম ছিল প্রগতিশীল, যুগোপযোগী ও কার্যকর একটি পদক্ষেপ।**

**স্বাধীনতা অর্জনের পর আমাদের দেশ যে পথে যাত্রা শুরু করেছিল, সে অনুযায়ী আজ আমাদের অনেক ভাল একটি জায়গায় থাকার কথা ছিল। কিন্তু, পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার মধ্য দিয়ে খুনিরা শুধু আমাদের স্বাধীনতার স্থপতিকেই হত্যা করেনি, স্তব্ধ করে দিয়েছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও স্বাধীনতার অঙ্গীকারকে এবং বৈষম্যহীন একটি শিক্ষা ব্যবস্থার সম্ভবনাকে।**

**প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য আমাদের সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী জনগণের জন্য যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন ছাড়াও শিক্ষা, কর্মসংস্থান, চলাফেরা, যোগাযোগ সহজ করা এবং তাদের সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আমরা গ্রহণ করছি।**

**আমাদের সরকার “প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩” এবং “নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩” নামে দুটি আইন পাশ করেছে। এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় বিধিও প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে “নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট”।**

**এ পর্যন্ত সরকার এই ট্রাস্টকে ৭০ কোটি ৯৭ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেছে। ট্রাস্ট থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৮১১ জন অস্বচ্ছল নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ৪০ লাখ ৫৫ হাজার টাকা চিকিৎসা সহায়তা হিসেবে প্রদান করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে ১২০০ জন অসচ্ছল নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ৭০ লাখ টাকা চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হবে।**

**পিতামাতা ও অভিভাবকহীন নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী মেয়েদের জন্য সরকার ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ৫০ আসনবিশিষ্ট এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ছেলেদের জন্য বগুড়ায় ৫০ আসনবিশিষ্ট পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করেছে। পর্যায়ক্রমে দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে বৃহৎ পরিসরে এ ধরনের পরিচর্যা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। এসব কেন্দ্রে তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, খেলাধুলাসহ সকল সুবিধাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।**

**সরকার ১০ লাখ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে ভাতা এবং ৯০ হাজার অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীকে মাসিক ৭০০ টাকা থেকে ১২০০ টাকা হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করছে।**

**ঢাকার মিরপুরে ৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৫ তলা মাল্টিপারপাস প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। সেখানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, থেরাপিসহ অন্যান্য সকল সেবা প্রদানের একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে।**

**জাতীয় সংসদ চত্বরে প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের খেলাধুলার জন্য ৪.১৬ একর জমি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। ঢাকার অদূরে সাভারে প্রায় ১২ একর জমিতে ৪৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ইনক্লুসিভ প্রতিবন্ধী স্পোর্টস কমপ্লেক্স স্থাপনের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে।**

**অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্নসহ সকল প্রতিবন্ধী শিশুদের সাধারণ বিদ্যালয়ে পড়াশুনার সুযোগ করে দিতে হবে যাতে সাধারণ শিশুরা প্রতিবন্ধী শিশুদের সঙ্গে মিশে মানুষের ভিন্নতা সম্পর্কে জানতে পারে এবং ভিন্নতাকে মেনে নেওয়ার শিক্ষা পায়।**

**সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালার আওতায় ইতোমধ্যে ৬২টি বিশেষ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ালেখার সুযোগ পাচ্ছে। এজন্য আমরা বার্ষিক ২৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করছি।**

**অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের বিনামূল্যে বিভিন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার মিরপুরে অবস্থিত জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন ক্যাম্পাসে অটিজম রিসোর্স সেন্টার চালু করা হয়েছে। সেখানে একটি অবৈতনিক অটিস্টিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে।**

**অটিস্টিক শিশু ও অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট ফর প্যাডিয়েট্রিক নিউরো-ডিসঅর্ডার এন্ড অটিজম (ইপনা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবং আমাদের নেওয়া নানামুখী কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে অদূর ভবিষ্যতে অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তিদের জাতীয় জীবনের মূলধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।**

সুধিবৃন্দ,

**অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিগণ আমাদের পরিবার ও সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদের বাদ দিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়।**

**বিশ্বের দরবারে বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। আমাদের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখে বাংলাদেশ আগামী দিনে অবশ্যই মাথা উচুঁ করে দাঁড়াবে।**

**আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের লক্ষমাত্রায় ‘কেউ পিছিয়ে থাকবে না’ মর্মে যে মানব উন্নয়নের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে, আমাদের সরকারও সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ।**

**অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাদের জন্য কর্মংস্থানের কোন বিকল্প নেই।**

**আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী কর্মক্ষেত্র চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এসকল কর্মক্ষেত্রে সরকার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দিবে। অটিজমসহ সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য আমি কর্পোরেট সেক্টর ও বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।**

**আমি সরকারি-বেসরকারি উদ্যেগে শারীরিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যবহারবান্ধব ও সহজপ্রাপ্য প্রযুক্তি উদ্ভাবনেরও আহ্বান জানাচ্ছি। যাতে এসব প্রযুক্তি ব্যবহার করে তারা শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধকতাগুলো কিছুটা হলেও অতিক্রম করতে পারে।**

**অভিভাবকদের প্রতি অনুরোধ আপনার অটিস্টিক শিশুটিকে বেশি সময় দিন। তাকে নিয়ে সঙ্কোচের কিছু নেই। আপনার অটিস্টিক শিশুর জন্য আপনি দায়ী নন। এটা মহান আল্লাহ-তায়ালার সৃষ্টিরই একটি রহস্য।**

**আর অবহেলা নয়। আসুন ভালবাসা, মমতা আর স্নেহ দিয়ে অটিস্টিক শিশুদের সমাজের মূলধারায় নিয়ে আসি। তাদের জীবনকে অর্থবহ এবং আনন্দময় করে তুলি।**

**আজকের অনুষ্ঠানে যেসব অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ও প্রতিবন্ধী মানুষ এবং তাদের আপনজন দূরদূরান্ত থেকে এসে যোগদান করেছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশ্বের সকল অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন ব্যক্তির জীবন ভরে উঠুক আনন্দে-এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।**

**খোদা হাফেজ।**

**জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

**বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।**

**...**